



194080 - শিকার করার শর্তাবলি

প্রশ্ন

ইসলামে কী শিকার করা বৈধ? শিকার করার শর্তাবলী কী? আমকি গণোপন শিকার করতে পারব? কারণ আমি যে দেশে বসবাস করছি সেখানে শিকার করা নিষিদ্ধ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

স্থলভাগে প্রাণী শিকার করার মূল বধিান হচ্ছে বৈধতা। তবে যে ব্যক্তি হিজ্জ বা উমরার জন্য ইহরাম বঁধেছে কিংবা ইহরাম না বাঁধলেও হারাম এলাকার মধ্যে থাকে তার জন্য বৈধ নয়।

অন্যদিকে মাছসহ জলভাগে অন্যান্য প্রাণী শিকার করা ইহরামের ব্যক্তি ও অন্য সবার জন্য বৈধ।

সুতরাং কটে যদি বৈধ প্রাণী শিকার করে তা বিক্রি করা, খাওয়া বা দান করা প্রভৃতি মাধ্যমে উপকৃত হয় তাহলে আলমেদরে ঐকমত্য অনুসারে তা করতে কোনো নিষিদ্ধি নেই।

দেখুন: (152261) নং প্রশ্নের উত্তর।

দুই:

স্থলভাগে শিকারের শর্তাবলি শিকারী, শিকার ও শিকারের উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত। আমরা সংক্ষেপে এর বিবরণ দিই:

১। শিকারীর শিকার সঠিক হওয়ার জন্য নমিনোক্ত শর্তাবলি আবশ্যিক:

- শিকারী ব্যক্তি আকলবান ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। এটি অধিকাংশ ফকীহের মত (হানাফী, মালকী ও হাম্বলীদরে, শাফেয়ী মাযহাবেরও একটি মত)। কোনো তাদের দৃষ্টিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও আকলহীন ব্যক্তি যবাই করার উপযুক্ত নয়। সুতরাং সে শিকার করারও উপযুক্ত নয়। এবং যহেতে শিকার করার ক্ষমতের ইচ্ছা ও বসিমল্লাহ বলা প্রয়োজন। কিন্তু আকলহীন লোকের পক্ষ থেকে এ দুটোর কোনটি সঠিক হয় না। হানাফী ও হাম্বলীরা এভাবে কারণ

দর্শিয়ে থাকেন।

- শিকারী ব্যক্তি হালাল অবস্থায় থাকা। যদি সে হজ্জ অথবা উমরার নিয়তে ইহরামরত অবস্থায় থাকে তাহলে সে যা শিকার করেছে তা খাওয়া যাবে না। বরং সটেম্বিত প্রাণী হিসেবে গণ্য হবে।
- শিকারী ব্যক্তি এমন হবে যার যবাই হালাল। অর্থাৎ মুসলমি বা আহলে-কতিব হবে। সুতরাং মুশরকি, অগ্নিপূজারী, সাম্যবাদী নাস্তিকি, মুরতাদ প্রমুখ শ্রণীর মানুষের শিকার হালাল হবে না।

অতএব, পুরোপুরিভাবে নামায পরিত্যাগ করা ব্যক্তির শিকার ও যবাই হালাল হবে না। কারণ সে কাফরে মুরতাদ।

- শিকারী ব্যক্তি শিকারের উপকরণ নিক্ষেপে অথবা প্ররোণের সময় আল্লাহর নাম নবিলে। এটি অধিকাংশ ফকীহের (হানাফী, মালকী ও হাম্বলীদরে) মত।
- শিকারের উপকরণ প্ররোণের মাধ্যমে শিকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য হবে বধে কিছু শিকার করা। সে যদি কোনও তীর বা শিকারী প্রাণী কোন মানুষ বা গৃহপালিত প্রাণী বা পাথরকে উদ্দেশ্য করে নিক্ষেপে করে কিন্তু সটে কোনও শিকারের পশুকে আঘাত করে তাহলে হালাল হবে না।

২। শিকারকৃত প্রাণীর ক্ষেত্রে শর্তাবলি:

- শিকারকৃত প্রাণী এমন জন্তু হবে যার মাংস খাওয়া জায়েয। এটি সকল ফকীহের মত, যদি গশোত খাওয়ার জন্তু প্রাণীটি শিকার করা হয়ে থাকে। নছিক শিকার করার ব্যাপারে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে: হানাফী ও মালকীরা মনে করেন যে শিকারকৃত প্রাণীর মাংস বধে হওয়া শর্ত নয়। বরং তাদের দৃষ্টিতে যে প্রাণীর মাংস খাওয়া বধে, আর যে প্রাণীর মাংস খাওয়া বধে নয় উভয়টি শিকার করা যাবে; যাতে করে শিকারকৃত প্রাণীর চামড়া, চুল অথবা পালক থেকে উপকৃত হওয়া যায় অথবা এর ক্ষতি প্রতিহিত করা যায়। অন্যদিকে শাফয়ী ও হাম্বলীদরে দৃষ্টিতে মাংস হালাল নয় এমন প্রাণী শিকার করা অথবা যবাই করা জায়েয নয়।
- শিকারকৃত প্রাণী এমন বন্য প্রাণী হবে যে নিজের পা বা ডানা দিয়ে মানুষকে প্রতিহিত করে। বন্য দ্বারা উদ্দেশ্য যা স্বভাবগতভাবে বন্য হওয়া, অর্থাৎ যে প্রাণীকে কৌশল খাটানো ছাড়া পাকড়াও করা যায় না। অন্যদিকে যে সমস্ত গৃহপালিত প্রাণীর মালিক রয়েছে সেগুলো শিকার করা জায়েয নহে।
- পবিত্র হারাম এলাকার শিকার না হওয়া। ফকীহরা একমত যে হারাম এলাকার স্থলপ্রাণী শিকার করা (অর্থাৎ যার সন্তান জন্মদান ও বংশধারা স্থলে হয়ে থাকে) হারাম; চাই তার মাংস খাওয়া বধে হোক কিংবা অবধে।
- শিকার লম্বা সময় শিকারীর অগোচরে না থাকা এবং শিকারী শিকারকে তালাশ না করে বসে থাকা। যদি শিকার শিকারীর চোখের আড়ালে চলে যায় এবং শিকারী সটের তালাশ না করে বসে থাকে, তাহলে সেই শিকার খাওয়া যাবে না। আর যদি তার অগোচরে চলে না যায় কিংবা অগোচরে গেলেও সে বসে না থেকে তালাশ করতে থাকে তাহলে এই প্রাণী খাওয়া যাবে। ফকীহরা সামগ্রিকভাবে এ ব্যাপারে একমত।

- যদি কোনো শিকারকে লক্ষ্য করে অস্ত্র নিক্ষেপে করার ফলে তার অঙ্গহানি হয়, কিন্তু সেই প্রাণীটি বাঁচে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন লাভ করে তাহলে উক্ত পৃথক হওয়া অঙ্গ হারাম। এ ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। কোনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘পশু জীবতি থাকা অবস্থায় তার থেকে যে অংশ কটে ফেলা হয়েছে সেটো মৃত।’ [সুনানে আবু দাউদ (২৮৫৮), শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে হাদীসটিকে সহহি বলেছেন] আর যে জীবতি প্রাণীর অঙ্গহানি হয়েছে সেই প্রাণীকে অবশ্যই যবাই করতে হবে। অন্যথায় সর্বসম্মতক্রমে সেই প্রাণী হারাম।

অন্যদিকে জলভাগের শিকারের ক্ষেত্রে এই সমস্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য নয়। অধিকাংশ ফকীহের মতে (মালকী, হাম্বলী ও শাফেয়ীদরে বশিদ্ধতম মত) সমুদ্রের সকল প্রাণী শিকার করা ও খাওয়া বৈধ; সেটি মাছ হোক বা অন্য কিছু। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন: **أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ** ‘তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে জলের শিকার ও খাদ্য।’ অর্থাৎ জলের শিকারযোগ্য প্রাণী।

সুতরাং যে সমস্ত প্রাণী কেবল জলহেঁ বাস করে সেগুলো সবই হালাল; হোক তা জীবতি কথিবা মৃত।

৩। শিকারের উপকরণের শর্তাবলি:

শিকারের উপকরণ দুই ধরনের: জড় উপকরণ অথবা প্রাণী।

(ক) জড় উপকরণ:

- শিকারের অস্ত্র এমন ধারালো হওয়া যাতো করে এটি কটে বা বন্দি করে গোশতে ক্ষত সৃষ্টি করতে এবং প্রভাব ফেলেতে পারে। অন্যথায় যবহে ছাড়া তা হালাল হবে না। অস্ত্রটি লোহার হওয়া শর্ত নয়। যে কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিকার করা বৈধ, হোক সেটি লোহা কথিবা ধারালো কাঠ অথবা মসৃণ পাথর বা অনুরূপ কিছু; যা শরীরের ভেতরে ঢুকে যায়।
- অস্ত্রটি এর ধার দিয়ে শিকারকে আক্রান্ত করে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করা শর্ত। ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার মাধ্যমে মৃত্যু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। নতুবা সেটি খাওয়া হালাল হবে না। কারণ যে প্রাণী শিকারের অস্ত্রের পার্শ্ব অথবা ভেতরে কারণে নিহত হয় তা মাওকুয়াহ (আঘাতের মাধ্যমে মৃত) প্রাণী হিসেবে গণ্য হবে, যা হালাল নয়।
- গুলি করে শিকার করা হালাল। যদি আপনি বন্দুক দিয়ে মাধ্যমে পাখি কথিবা অন্যান্য প্রাণী যমেন: খরগোশ, হরিণ প্রভৃতিকে গুলি করেন এবং গুলি নিক্ষেপের সময় আল্লাহর নাম নেন (বিসমিল্লাহ বলেন) তাহলে সেটি হালাল হবে; যদিও আপনি প্রাণীটিকে মৃত অবস্থায় পান।
- ফকীহদের মতে বশিক্ত তীর দিয়ে শিকার করা জায়েয নেই; যদি ব্যক্তি নিশ্চিত হয় অথবা ধারণা করে যে বশি ঐ শিকারকৃত প্রাণী হত্যায় ভূমিকা রেখেছে বা এ ধরনের সম্ভাবনা থাকে। কারণ এ অবস্থায় প্রাণী হত্যায় হালাল ও



হারাম বিষয়ের সমন্বয় ঘটছে। ফলে হারামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যমেনভাবে কোনও প্রাণী হত্যায যদি অগ্নি-উপাসক ও মুসলমিরে তীর একত্র হয় (তাহলে অগ্নি-উপাসকরে তীরকে প্রাধান্য দিয়ে হারাম গণ্য করা হবে)। আর যদি এ ধরনের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে হারাম হবে না।

(খ) প্রাণী:

প্রশিক্ষিত প্রাণী দিয়ে শিকার করা জায়েয। এ ধরনের প্রাণীগুলকে جوارح (জাওয়ারহে) বলা হয়ে থাকে। সটে হতে পারে কুকুর, হিংস্র কোনও প্রাণী কথিবা দন্ত বা নখরবশিষ্ট পাখি। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কুকুর, চতিবাঘ, বাঘ, সিংহ, বাজপাখিসহ সব ধরনের প্রশিক্ষিত প্রাণী সমান। যমেন: ঈগল, বাজপাখি, শ্যনে প্রভৃতি।

মূলনীতি হলো: যে সকল প্রাণী শিক্ষা গ্রহণ করার সক্ষমতা রাখে এবং যগুলকে শেখানো যায় সেগুলো দিয়ে শিকার করা মৌলিকভাবে জায়েয।

প্রাণীর ক্ষেত্রে নমিনোক্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য:

- প্রাণী প্রশিক্ষিত হতে হবে। এ ব্যাপারে ফকীহরা একমত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ

“তোমরা শিকারে পাঠানোর জন্য যে সমস্ত পশু-পাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।”[সূরা মায়দা: ৪]

- প্রশিক্ষিত পশু শিকারকৃত পশুর শরীরে যে কোনও অঙ্গে আঘাত করবে। এটি মালকী ও হাম্বলীদরে মত। হানাফী মাযহাবেও এই মতের উপর ফতোয়া প্রদান করা হয়। আর শাফেয়ীদরে কাছে প্রসিদ্ধতম মতের বিপরীত মত। সুতরাং যদি শিকারী পশু তার সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে কথিবা এমন কামড় দেওয়ার মাধ্যমে তাকে হত্যা করে যাতো প্রাণীটি ক্ষত-বিক্ষত হয় না, তাহলে সটে বৈধ হবে না। যমেনভাবে শিকারের জড় অস্ত্রেরে প্রস্থ বা ভার দিয়ে হত্যা করা হলে বৈধ হয় না। অনুরূপভাবে যদি (প্রশিক্ষিত) কুকুরকে সটে প্ররোণ করে আর সটে প্রাণীকে আঘাত করে তার ঘাড় ভেঙে দিয়ে কনিত্ত তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে না কথিবা তার বুকের উপর ভার দিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে তাহলেও বৈধ হবে না।
- প্রশিক্ষিত পশুকে কোনও মুসলমি বা আহলে-কতিব ‘বসিমল্লাহ’ বলার সাথে সাথে প্ররোণ করবে। যদি সটে নজিহে নজিহে চলে যায় কথিবা মালকিরে হাত থেকে ছুটে যায় অথবা তাকে প্ররোণের সময় মালকি ‘বসিমল্লাহ’ না বলে আর সটে শিকার নিয়ে হত্যা করে ফলে তাহলে মৌলিকভাবে সটে খাওয়া যাবে না।
- পশু প্ররোণের পর সটে অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত হবে না; যাতো করে শিকারকে প্ররোণের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। হানাফী ও মালকীদরে গ্রন্থে এই শর্তটি পাওয়া যায়।



- ফকীহরা একমত যে যদি শিকারকে এমন ব্যক্তি অংশ নিয়ে যার শিকার হালাল যমেন: মুসলিমি অথবা খ্রিস্টান আর এমন ব্যক্তিও অংশ নিয়ে যার শিকার হালাল নয়, যমেন: অগ্নিপূজারী অথবা মূর্তিপূজারী, তাহলে এই শিকার হারাম হবে এবং খাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে হারামের দিককে হালাল করে দিকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। সুতরাং কোনও অগ্নিপূজারী যদি মুসলিমের সাথে অংশ নিয়ে দুইজনই শিকারকে উদ্দেশ্য করে নিক্ষেপে করে অথবা দুজনই প্রশিক্ষিত প্রাণী প্রেরণ করে, তাহলে উক্ত শিকার হারাম হবে। কারণ এই প্রাণী হত্যায় হালাল ও হারামের মিশ্রণ ঘটছে, ফলে আমরা হারামকে প্রাধান্য দিয়েছি। [দখেুন: আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়াহ (২৮/১১৭-১৪২)]

তনি:

যদি রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন শিকারের বৈধতা প্রদান না করে অথবা নিষিদ্ধ করে তাহলে শিকার করা জায়েয নই। কারণ এতে করে ঐ রাষ্ট্রের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় যে রাষ্ট্রের ব্যক্তি ভিসা ও কর্মের চুক্তিতে প্রবশে করছে। তার জন্য এই চুক্তি মেনে চলা এবং তাদের দেওয়া শর্ত পূরণ করা আবশ্যিক। তারা তাকে তার রাষ্ট্রের কেবল ঐ নিয়মকানুন মেনে চলার শর্তেই প্রবশের অনুমতি প্রদান করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শিকারে নিষিদ্ধজ্ঞা জনকল্যাণের স্বার্থেই হয়ে থাকে, এ অবস্থায় তা মেনে চলা আবশ্যিক।

আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে তা মেনে চলা আবশ্যিক নয়; তবুও আইন লঙ্ঘন করার ফলে শাস্তির সম্মুখীন হওয়া এমনকি দশোন্দের হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। আকলবান ব্যক্তি কখনো নিজের এবং নিজ পরিবারের ক্ষতি করবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।